শরিফা: স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্তহীন পথ পরিক্রমা

শামসুন্নাহার রহমান (পরান)

১৯৭১ সালে শরিফার বয়স যখন ১০ বছর তখন সে শ্রীপুরে হোমিও ডাক্তার নুর আলমের বাসায় কাজ করতো। যুদ্ধের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধা এবং পাক বাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় শরিফা পুকুর ঘাটে গুলিবিদ্ধ হয়। অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে আহত ১০ বছরের কিশোরী শরিফা পড়ে থাকে পুকুর পাড়েই। হানাদাররা চলে গেলে প্রথমে ভারতের বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শরিফাকে। সেখানে তার গুলিবিদ্ধ পা কেটে ফেলা হয়।

পরে স্বাধীন দেশে ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গুত্বের শিকার শরিফা। তার এক মামা কুমিল্লা শহরে জানতে পারলেন যে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করানো হয়। তিনি শরিফার মাকে শরিফার চিকিৎসার কথা বুঝিয়ে বললেন। শরিফার দরিদ্র এবং অসহায় মা বিনা পয়সায় মেয়ের চিকিৎসা হবে জেনে অন্ধকারে আশার আলো দেখেন। আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে তিনি ভাই সালামের সাথে পঙ্গু ১০ বছরের মেয়ে শরিফাকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। মেয়ের চিকিৎসা শুরু হলে তিনি আনন্দিত হন।

সালাম সাহেবের আন্তরিক চেষ্টায় এবং বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় শরিফা পঙ্গু হাসপাতালে তিন মাস থেকে আলাদা পা (হাঁটু পর্যন্ত) লাগায়। বর্তমানে সে হাঁটা চলা করতে পারে ও নিজের কাজ নিজে করতে পারে। শরিফার বিয়ে হয়। কিন্তু তার স্বামী এক লাখ টাকা যৌতুকের জন্য তাকে তার শ্বশুর বাড়ীতে নেয়নি। সেই দুর্ভোগের কারণে শরিফার মায়ের কাছে অবহেলিত জীবন কাটাতে হচ্ছে তাকে।

পঙ্গু শরিফার শারীরিক অবস্থা দেখাচ্ছেন শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ছবি: ইউসুফ

মা-মেয়ের জীবন খুব টানাটানিতে চলে। যাকাতের টাকা এবং কাঁথা সেলাইয়ের সামান্য টাকা দিয়ে দু'মুঠো খেয়ে তাদের জীবন চলে। শরিফার পরিবার সরকার থেকে কোন ভাতা বা অনুদান কিছুই পায় নি। আজকাল যাকাতের টাকা বা বস্ত্রাদিও মেলে কম। মা-মেয়ে ২০০৩ সালের রমজানে একটা মাত্র যাকাতের শাড়ী পায়। শরিফা সেই নতুন শাড়ী পরেই সাক্ষাৎকার দেন। তার মায়ের পরণে ছিল সবুজ রংয়ের পুরনো একটি মিলের শাড়ী।

আমি শরিফাকে কথা দিয়ে এসেছি–তাদের মা-মেয়ের কথা বিভিন্ন সংগঠনের কাছে পৌঁছাব এবং তাদের সহায়তায় পঙ্গু মেয়ে শরিফা ও তার বিধবা মা মেহেরনেকা বেগমের অভাব দূর হবে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের নূন্যতম প্রত্যাশা পূরণ হবে।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।